সপ্তম অধ্যায়

জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(Powers and functions of people's representatives)

ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পরের বছর, ১৯৫১ সালে সংসদে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (The Representation of the People Act) পাশ হয়। ভারতীয় সংবিধান, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ও নির্বাচনী কমিশনের বিধি দ্বারা ভারতে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্ধারিত হয়। ভারতে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি রয়েছেন — সংসদ, বিধানসভা, পৌরনিগম, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতি।

বলা হয়েছে, "There is no denying the fact that the duties and responsibilities of MPs and MLAs are not defined in the Constitution"। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতীয় সংবিধানে সাংসদ ও বিধায়কদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে বলা নেই।

According to the Lok Sabha secretariat there is no such provision even in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha that defines the duties and responsibilities of members of Parliament or through which accountabity can be fixed on non-performing MPs. Even the State Assemblies admit that there is no rule through which the non-performing MLAs can be pulled up.

Scanned with CamScanner

সুভাষ কাশ্যপ তাঁর Our Parliament অধ্যায়ে সাংসদদের কতকগুলি কর্তব্য 'quette' বা সংসদীয় সৌজন্যবিধি নামক একটি অধ্যায়ে সাংসদদের কতকগুলি কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। সদস্যদের উচিত সভা শুরু হওয়ার আগেই আসন গ্রহণ করা; একসঙ্গে সবাই কথা না বলে সাংসদদের একে একে অধ্যক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বক্তব্য পেশ করা; একমাত্র অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা যেতে পারে, অন্য কোনো সদস্যকে উদ্দেশ্য করে নয়; বিরোধী পক্ষের মতামত গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণ করা কর্তব্য; অধ্যক্ষের নির্দেশ সমালোচনা করা নিষেধ; অধ্যক্ষের অনুমোদন ছাড়া গণমাধ্যমের কাছে মুখ খোলা অনুচিত; সংসদে কাজ করার জন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি বা পক্ষের অনুগ্রহ গ্রহণ অনুচিত; সরকারকে অকারণ প্রভাবিত করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা; সাংসদ যদি আইনজ্ঞ হন তাহলে মন্ত্রীর কাছে আইনজীবীর কাজ থেকে বিরত থাকা; এক কথায় [illegible]

Scanned with CamScanner

লোকসভার সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ বা স্পিকার। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি।

সাংসদদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ :

1) Legislative Roles বা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা : দেশের জন্য আইন তৈরি করা সংসদের প্রধান কাজ। একজন সাংসদ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন, জনগণের স্বার্থে তিনি বিতর্কে অংশ নেন। তিনি ভোটাভুটি ও সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করেন। "Separately any MP who is a non-Minister can also propose legislative changes to the Government." অর্থাৎ সাধারণ সাংসদরা — যাঁরা মন্ত্রী নন — তাঁরাও সংশোধনী আনতে পারেন। সংসদ সমগ্র দেশের জন্য আইন রচনা করে। সংবিধানের সপ্তম তপশিলে তিনটি তালিকা আছে — কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকায় উল্লিখিত বিষয়ে সংসদই শুধু আইন প্রণয়ন করতে পারে; এছাড়া যুগ্ম তালিকা ও কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং সাংসদরা তাতে অংশগ্রহণ করেন।

2) Suprevisery Roles বা তদারকি করার ক্ষমতা :

a) The MPs exercise control over the executive through Parliamentary interventions. Such as Question Hour, Adjournment

Scanned with CamScanner

সংসদ। সংসদীয় কমিটির তদারকির মাধ্যমে সংসদ মন্ত্রীসভার কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। সুভাষ কাশ্যপ বলেছেন, "Committee reports instil fear and respect in the administration. The possibility of a close scrutiny by a Parliamentary Committee, in itself exercises a salutory effect on the administration." সংসদীয় কমিটি খুঁটিয়ে কোনো দপ্তরের কাজ পর্যালোচনা করবে — এই ভয় প্রশাসনকে সচেতন ও দায়বদ্ধ রাখে।

(3) Electoral role বা নির্বাচনী ভূমিকা :

(a) An MP participates in the election of the President and the Vice-President.

(b) A Lok Sabha MP elects the Speaker of the House and the Deputy speaker. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদের নির্বাচিত সদস্যরা

Scanned with CamScanner

5) Representative Responsibility বা প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্ব :

"Every MP is the voice for his/her constituency. Every MP has to raise issues of his constituency in Parliament through questions, debates etc.

"As a custodian of people's rights and benefits, an MP has every right to question and debate the government in power." অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার মতো ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা সংসদ ও

Scanned with CamScanner